ইউনিট ১১

বাংলাদেশের কৃষি

ভূমিকা

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের জাতীয় আয়ের একটা বড় অংশ কৃষি থেকে আসে। দেশের অধিকাংশ লোক কর্মসংস্থানের জন্য এই খাতের উপর নির্ভরশীল। সব ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড (যেমন– সরকারের আয়, ব্যবসা-বাণিজ্য, কর্মসংস্থান, শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ প্রভৃতি) কৃষির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের এক বড় অংশ দখল করে আছে কৃষি। কৃষিজাত পণ্য বেশি পরিমাণ উৎপাদন করতে পারলে রপ্তানি বেশি হবে এবং আমরা বেশি পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম হব। এই বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে যন্ত্রপাতি ও শিল্পের কাঁচামাল আমদানি করা যাবে। দেশকে দ্রুত শিল্পায়িত করা সম্ভব হবে। তাছাড়া রপ্তানি শুল্ক (বা ট্যাক্স) হতে সরকারের আয়ও বৃদ্ধি পাবে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে কৃষকদের আয় বাড়বে এবং দেশে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়বে। ফলে দেশে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে। বাংলাদেশ এখনও কৃষি উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। উপরন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগে (খরা ও বন্যায়) প্রায় প্রতি বছরই ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। প্রতি বছর বাংলাদেশকে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। খাদ্য সমস্যা সমাধান করতে হলে কৃষির উন্নতি প্রয়োজন। অথচ আমাদের কৃষি নানা সমস্যায় জর্জরিত। এসব সমস্যার দ্রুত সমাধান প্রয়োজন। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের কৃষি খামারের আয়তন, কৃষির গুরুত্ব, সমস্যা এবং সমস্যা কিভাবে সমাধান করা সম্ভব সে সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

পাঠ ১ : বাংলাদেশের কৃষি খামার

উদ্দেশ্য :

এ পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের কৃষি খামারগুলোকে কয় ভাগে ভাগ করা হয় তা বলতে পারবেন।
- আত্মপোষণশীল উৎপাদন কি বলতে পারবেন।
- আত্মপোষণশীল ও বাণিজ্যিক উৎপাদনের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে পারবেন।
- বাণিজ্যিক উৎপাদন কাকে বলে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

শ্রেণীবিভাগ

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের কৃষিক্ষেত্রে ছোট বড় বিভিন্ন ধরনের খামার পাশাপাশি অবস্থান করছে। এই কৃষি খামারগুলোকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১। আত্মপোষণশীল খামার;
২। আত্মপোষণশীল ও বাণিজ্যিক খামার এবং
৩। বাণিজ্যিক খামার।

১। আত্মপোষণশীল খামার

এ ধরনের খামারের আয়তন বেশ ছোট। এসব খামারের উৎপাদন এতই কম যে, এখানে নিয়োজিত কৃষক ও তার পরিবার কোন মতে জীবিকা নির্বাহে সক্ষম হয়। কৃষকের পরিবারের চাহিদা পূরণ করার পর বাজারে বিক্রি করার মত কোন উদ্বৃত্ত থাকে না। এ ধরনের খামারের উৎপাদনকে আত্মপোষণশীল উৎপাদন বলা হয়। এসব খামারে উৎপাদনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পারিবারিক ভোগ মেটানো। আমাদের দেশে এ ধরনের খামারের সংখ্যাই বেশি।

২। আত্মপোষণশীল ও বাণিজ্যিক খামার

এ ধরনের খামারের আয়তন আত্মপোষণশীল খামারের আয়তন অপেক্ষা বড়। এ ধরনের খামারে পারিবারিক ভোগ ও বাজারে বিক্রি– এ দুই উদ্দেশ্যে উৎপাদন করা হয়। এসব খামারের মালিক একদিকে যেমন পারিবারিক ভোগ বা আত্মপোষণের জন্য উৎপাদন করে, তেমনি উৎপাদিত পণ্যের কিছু অংশ বাজারে বিক্রির জন্য বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন করে থাকে। তাই এসব খামারকে একই সঙ্গে আত্মপোষণশীল ও বাণিজ্যিক খামার বলা হয়ে থাকে। এ খামারের উৎপাদনকে আত্মপোষণশীল ও বাণিজ্যিক উৎপাদন বলে।

৩। বাণিজ্যিক খামার

এখানে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে অর্থাৎ কেবলমাত্র বাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে ফসল উৎপাদন করা হয়। এ খামারের উৎপাদনকে বাণিজ্যিক উৎপাদন বলা হয়। মুনাফা অর্জন এসব খামারে উৎপাদনের প্রধান উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশের মত দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশে বাণিজ্যিক খামারের সংখ্যা খুবই কম। কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অভাব, দারিদ্র, উত্তরাধিকার আইন প্রভৃতি কারণে আমাদের দেশে কৃষি খামারের আয়তন দিন দিন ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হচ্ছে। তাই আমাদের দেশে আত্মপোষণশীল খামার এবং আত্মপোষণশীল ও বাণিজ্যিক খামারের সংখ্যা বেশি।

শিল্পোন্নত দেশে কৃষি উৎপাদন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। সেখানে খামার মালিকরা নিজস্ব ভোগের জন্য উৎপাদন করে না। তারা তাদের উৎপাদনের সম্পূর্ণ অংশ বাজারে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে। পরে এই অর্থ দিয়ে তারা তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে।

সংক্ষিপ্তসার

- বাংলাদেশের কৃষি খামারগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় : (ক) আত্মপোষণশীল খামার; (খ) আত্মপোষণশীল ও বাণিজ্যিক খামার এবং (গ) বাণিজ্যিক খামার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১১.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। বাংলাদেশের কৃষি খামারগুলোকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?

ক. এক ভাগে খ. দুই ভাগে
গ. তিন ভাগে ঘ. চার ভাগে

২। আমাদের কৃষি খামার কোনগুলো?

ক. আত্মপোষণশীল ও যৌথ খামার খ. আত্মপোষণশীল ও বাণিজ্যিক খামার
গ. যৌথ ও বাণিজ্যিক খামার ঘ. যৌথ ও আত্মপোষণশীল খামার

৩। আত্মপোষণশীল উৎপাদন বলতে কি বুঝায়?

ক. পারিবারিক চাহিদা পূরণের পর উদ্বৃত্ত থাকে
খ. পণ্য কম উৎপাদন হয় আংশিক বিক্রি হয়
গ. পণ্য বাজারে বিক্রির জন্য উৎপাদিত হয়
ঘ. পারিবারিক চাহিদা পূরণের পর উদ্বৃত্ত থাকে না।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। আত্মপোষণশীল খামার কাকে বলে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের কৃষি খামারকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় এবং এগুলো কি কি? যে কোন দুই ধরনের খামার সম্পর্কে আলোচনা করুন।

পাঠ ২ : বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান

উদ্দেশ্য :

এ পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের অধিকাংশ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল। রপ্তানি বাণিজ্যের এক বিরাট অংশ জুড়েও আছে কৃষি। অতএব বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। নিচে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

১. জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস : আমাদের দেশের জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে কৃষি। জাতীয় আয়ের শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ আসে কৃষিখাত থেকে। তাই কৃষির উন্নতি হলে জাতীয় আয় বাড়বে এবং এ দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।

২. খাদ্যের যোগানদাতা : আমাদের দেশে খাদ্যের প্রধান উৎস হচ্ছে কৃষি। বাংলাদেশে খাদ্য সমস্যা রয়েছে। এই সমস্যা সমাধানে কৃষির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ একমাত্র কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আমাদের খাদ্য সমস্যা সমাধান করা সম্ভব।

৩. শিল্পোন্নয়নের ভিত্তি : এদেশে শিল্পের উন্নতি অনেকাংশে কৃষির উপর নির্ভরশীল। পাট, চিনি, বস্ত্র, দিয়াশলাই, কাগজ প্রভৃতি শিল্পের কাঁচামাল আমরা কৃষি থেকে পেয়ে থাকি। কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি করে আমরা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করি। এই অর্থ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল প্রভৃতি আমদানির জন্য ব্যয় করা হয়। কৃষির উন্নতির সাথে সাথে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে। ফলে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। কৃষির উন্নতি হলে দেশে রাসায়নিক সার, কৃষিতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, কীটনাশক ওষুধ প্রভৃতি শিল্প গড়ে ওঠে।

৪. কর্মসংস্থান : বাংলাদেশের মানুষের প্রধান পেশা কৃষি। এদেশের পল্লী এলাকার প্রায় ৮০ শতাংশ লোক কর্মসংস্থানের জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল।

৫. সরকারি আয়ের উৎস : জমির খাজনা, কৃষিপণ্য পরিবহণ বাবদ রেলভাড়া, কৃষিপণ্যের রপ্তানি শুল্ক প্রভৃতির মাধ্যমে সরকার প্রচুর রাজস্ব পেয়ে থাকে। এই আয় দেশের উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করা হয়।

৬. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন : আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের অধিকাংশই কৃষিপণ্য এবং কৃষিজাত দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল শিল্পদ্রব্য নিয়ে গঠিত। এই দেশের রপ্তানি আয়ে এই খাতের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

৭. বাসস্থান ও জ্বালানির উপকরণ যোগানো : বাঁশ, বেত, খড়, শন, গোলপাতা ইত্যাদি দিয়ে জনসাধারণ বাড়িঘর তৈরি করে। তাছাড়া এগুলো রান্নার কাজে জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। এভাবে কৃষি গৃহনির্মাণ ও জ্বালানির উপকরণ সরবরাহ করে।

৮. মূলধন গঠনে সাহায্য : কৃষির উন্নতি হলে মানুষের আয় বৃদ্ধি পায়। ফলে তারা বেশি সঞ্চয় করতে পারে। এভাবে কৃষি মূলধন গঠনে সাহায্য করে।

উপরের আলোচনা হতে এটি প্রতীয়মান হয় যে, কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণস্বরূপ। কৃষির উন্নতির অর্থই হচ্ছে সমগ্র দেশের অগ্রগতি, জনগণের কল্যাণ, সুখ ও শান্তি। সে জন্য আমাদের কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নের কর্মতৎপরতা জোরদার করা প্রয়োজন।

সারসংক্ষেপ

- বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস কৃষি।
- কৃষি আমাদের খাদ্যের যোগানদার, শিল্পোন্নয়নের ভিত্তি, এদেশের মানুষের প্রধান পেশা ও সরকারি আয়ের একটি উৎস, কৃষিজাত দ্রব্য রপ্তানি করে আমরা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করি।
- এটি মানুষের জ্বালানি ও বাসস্থানের উপকরণ যোগায় এবং মূলধন গঠনেও সাহায্য করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১১.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের শতকরা কত ভাগ কৃষি হতে আসে?
ক. ৩০ ভাগ খ. ৩৫ ভাগ
গ. ৪০ ভাগ ঘ. ৪৫ ভাগ

২। বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের শতকরা কত ভাগ লোক কর্মসংস্থানের জন্য কৃষির উপর নির্ভর করে?
ক. ৬৫ ভাগ খ. ৭০ ভাগ
গ. ৭৫ ভাগ ঘ. ৮০ ভাগ

৩। বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক জীবিকার জন্য কোনটির উপর নির্ভর করে?
ক. শিল্প খ. কৃষি
গ. চাকরি ঘ. ব্যবসা

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব আলোচনা করুন।

পাঠ ৩ : বাংলাদেশের কৃষির সমস্যা

উদ্দেশ্য :

এ পাঠে শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের কৃষির সমস্যাগুলোর বর্ণনা দিতে পারবেন।
- এদেশের কৃষির অনগ্রসতার কারণ বলতে পারবেন।
- এদেশের কৃষির উৎপাদন কম হওয়ার কারণগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। কিন্তু এদেশের কৃষি নানা সমস্যায় জর্জরিত। ফলে এদেশে হেক্টর প্রতি ফলন অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। কৃষির অনগ্রসরতা এদেশের প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের পথে প্রধান বাধা।

নিচে বাংলাদেশের কৃষির সমস্যাগুলো আলোচনা করা হল :

১। ত্রুটিপূর্ণ ভূমি সম্পর্ক : এদেশের অধিকাংশ কৃষক ভূমিহীন। তারা অপরের জমিতে দিনমজুর বা বর্গাদার হিসেবে কাজ করে। তারা উৎপাদিত ফসলের সম্পূর্ণ অংশ ভোগ করতে পারে না। জমির মালিকানা না থাকায় কৃষকরা উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহ বোধ করে না।

২। পুরাতন চাষ পদ্ধতি : আমাদের দেশে কৃষিকাজের পদ্ধতি প্রাচীনকালের। আধুনিক চাষ পদ্ধতির সাথে কৃষকরা পরিচিত নয়। কাঠের লাঙ্গল, গরু ও মহিষ দ্বারা এখনও চাষের কাজ সম্পন্ন করা হয়। ফলে হেক্টর প্রতি উৎপাদন খুবই কম। বাংলাদেশে হেক্টর প্রতি ১ টন, অস্ট্রেলিয়ায় ও ফিলিপিনে ৭ টন এবং জাপানে ৬ টন শস্য উৎপাদিত হয়।

৩। কৃষকদের দারিদ্র্য এবং মূলধনের অভাব : আমাদের দেশের কৃষকরা দরিদ্র এবং ঋণগ্রস্ত। সারা বছর তাদের অভাব লেগেই আছে। তাদের সঞ্চয় নেই বললেই চলে। ফলে ইচ্ছা থাকলেও মূলধনের অভাবে কৃষকরা কলের লাঙ্গল, আধুনিক যন্ত্রপাতি, ভাল সার ও বীজ ব্যবহার করতে পারে না। তাই উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না।
৪। জমির খণ্ড-বিখণ্ডতা : বাংলাদেশের জমির টুকরোগুলোর আয়তন খুবই ছোট। এগুলো বহুসংখ্যক খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। অনেক জমির আয়তন এত ছোট যে কৃষকরা চাষের সময় তাদের লাঙ্গল ও গরু ঠিকমত ঘোরাতে পারে না। জনসংখ্যার চাপ, উত্তরাধিকার আইন, দারিদ্র্য প্রভৃতি কারণে জমিগুলো খণ্ড-বিখণ্ড হচ্ছে।

৫। সার ও বীজের অভাব : কৃষিজাত দ্রব্যের ফলন বাড়ানোর জন্য ভাল বীজ ও সার ব্যবহার অপরিহার্য। কিন্তু মূলধনের অভাবে কৃষকগণ সার ও ভাল বীজ সংগ্রহ করতে পারে না। ফলে জমির ফলন খুবই কম হয়।

৬। ত্রুটিপূর্ণ বাজার ব্যবস্থা : ত্রুটিপূর্ণ বাজার ব্যবস্থার দরুণ কৃষকরা ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় না। ফলে তারা উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহ পায় না। কারণ তাদের পরিশ্রমের ফল দালাল ও ফড়িয়ারা ভোগ করে। তারা মোটামুটিভাবে নিজের পরিবারের সদস্যদের ভরণ-পোষণের জন্য উৎপাদনে আগ্রহী হয়। তাই দেশে কৃষিতে উদ্বৃত্তের পরিমাণ কম।

৭। প্রাকৃতিক দুর্যোগ : প্রতি বছর প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বিশেষ করে- বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি, ঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের ফলে কোটি কোটি টাকার ফসল নষ্ট হয়।

৮। কীট-পতঙ্গের আক্রমণ ও শস্যের রোগ : প্রতি বছর কীট-পতঙ্গের আক্রমণ এবং ফসলের নানারকম রোগের ফলে উৎপাদিত শস্যের এক বড় অংশ নষ্ট হয়। প্রয়োজনীয় কীটনাশক ওষুধের অভাব এবং কৃষকদের অজ্ঞতার দরুণ তারা কীট-পতঙ্গ দমনে অক্ষম।

৯। সেচ ব্যবস্থার অভাব এবং প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা : আমাদের দেশে কৃষিক্ষেত্রে সেচ ব্যবস্থার ব্যাপক প্রচলন হয়নি। ফলে আমাদের কৃষি একান্তভাবেই প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ জলসেচের জন্য আমাদের কৃষকগণ বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে। সময়মত বৃষ্টিপাত হলে ফসল উৎপাদন ভাল হয়। কিন্তু অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি বা অসময়ে বৃষ্টি ইত্যাদির ফলে কৃষি উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়।

১০। ঋণের অভাব : আমাদের কৃষক সমাজ খুবই গরিব। কৃষি উপকরণ ক্রয়ের মত প্রয়োজনীয় অর্থ তাদের নেই। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে টাকা ধার পাওয়া বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। পাওয়া গেলেও তার জন্য খুব বেশি সুদ দিতে হয়। সরকার কৃষকদের যে ঋণ দেয় তা পর্যাপ্ত নয়। এসব কারণে কৃষকগণ কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে না। ফলে ফসলের ফলন কম হয়।

১১। শিক্ষার অভাব : আমাদের দেশের কৃষকরা নিরক্ষর। তাদের কৃষি বিষয়ক শিক্ষা নেই। তারা উন্নত কৃষি ব্যবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ। তাই তারা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে না।

এছাড়া ক্রমাগত চাষের ফলে জমির উর্বরতা হ্রাস, জলাবদ্ধতা এবং আশংকাজনকভাবে গবাদি পশুর সংখ্যা হ্রাস আমাদের কৃষি উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

সংক্ষিপ্তসার

- বাংলাদেশের কৃষির প্রধান সমস্যা হচ্ছে : (১) ত্রুটিপূর্ণ ভূমি সম্পর্ক (২) পুরাতন চাষ পদ্ধতি, (৩) কৃষকদের দারিদ্র এবং মূলধনের অভাব, (৪) জমির খণ্ড-বিখণ্ডতা, (৫) সার ও বীজের অভাব, (৬) ত্রুটিপূর্ণ বাজার ব্যবস্থা, (৭) প্রাকৃতিক বিপর্যয়, (৮) কীট-পতঙ্গের আক্রমণ ও শস্যের রোগ, (৯) সেচ ব্যবস্থার অভাব ও প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা, (১০) ঋণের অভাব, (১১) শিক্ষার অভাব ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১১.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। এদেশের প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের পথে প্রধান বাধা কি?
ক. কৃষির অনগ্রসরতা খ. শিল্পের অনগ্রসরতা
গ. অশিক্ষা ঘ. মূলধনের অভাব

২। বাংলাদেশে হেক্টর প্রতি উৎপাদন কত ?
ক. প্রায় ১ টন খ. প্রায় ২ টন
গ. প্রায় ৬ টন ঘ. প্রায় ৭ টন

৩। আমাদের দেশের কৃষক উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহ বোধ করে না কেন ?
ক. অশিক্ষার কারণে খ. দারিদ্র্যের কারণে
গ. জমির মালিকানা না থাকার কারণে ঘ. ঋণের অভাবের কারণে

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের কৃষির সমস্যাগুলোর বর্ণনা দিন।

পাঠ ৪ : বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নের উপায়

উদ্দেশ্য :

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ■ বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নের উপায় সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ■ বাংলাদেশের কৃষির সমস্যাগুলো কিভাবে সমাধান করা যায় তা বলতে পারবেন।

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু আমাদের কৃষি নানা সমস্যায় আক্রান্ত এবং অনগ্রসর। আমাদের অর্থনীতিতে কৃষির সামগ্রিক গুরুত্ব বিবেচনা করে এসব সমস্যা সমাধানে তৎপর হওয়া প্রয়োজন। এসব সমস্যা দূর করতে না পারলে কৃষির উন্নতি সম্ভব হবে না। কৃষি উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে না। বাংলাদেশের কৃষির সমস্যা সমাধানে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে।

১। উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহার : বাংলাদেশের কৃষির উন্নতির জন্য প্রাচীন চাষ পদ্ধতি পরিবর্তন করে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চাষাবাদ প্রবর্তন করতে হবে। কলের লাঙ্গল, ফসল নিড়ানো ও ফসল কাটার যন্ত্র, সেচের জন্য যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ব্যবহার করতে হবে। অবশ্য বর্তমানে আমাদের দেশে কৃষিকাজে কিছু কিছু যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হচ্ছে।

২। সমবায় কৃষি : সমবায় কৃষি খামার ও অন্যান্য কৃষি সমবায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিগুলো একত্রিত করে যৌথ খামার প্রতিষ্ঠা করলে যন্ত্রের সাহায্যে কৃষিকাজ করা সহজ হবে। এর ফলে কৃষি উৎপাদন বাড়বে এবং জমির খণ্ড-বিখণ্ডতা ও বিচ্ছিন্নতার সমস্যার সমাধান হবে। এ ব্যাপারে জনগণকে উৎসাহিত করার জন্য সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে।

৩। সার ও উন্নত বীজের ব্যবস্থা : ভাল সার ও উন্নত বীজের ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদন বাড়ানো যায়। কৃষকদের কম দামে সার ও উন্নতমানের বীজ সরবরাহ করতে হবে।

৪। সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস : কৃষির উন্নতি করতে হলে বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে হবে। আধুনিক পদ্ধতিতে জলসেচের ব্যবস্থা করতে হবে। খাল, পুকুর ও নলকূপের সাহায্যে সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা সম্ভব।

৫। বন্যা নিয়ন্ত্রণ : বন্যার ফলে আমাদের দেশে কোটি কোটি টাকার ফসল নষ্ট হয়। তাই কৃষির উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬। পর্যাপ্ত কৃষি ঋণের ব্যবস্থা : কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষিক্ষেত্রে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। দারিদ্র্যের কারণে কৃষকগণ প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ কিনতে পারে না। অল্প সুদে ও সহজ শর্তে কৃষকদের ঋণ দিতে হবে। তাহলে ঋণের অর্থ দিয়ে কৃষকরা হালের বলদ, বীজ, সার, কীটনাশক ওষুধ, কৃষি যন্ত্রপাতি প্রভৃতি কিনতে পারবে।

৭। বাজার ব্যবস্থার উন্নতি : আমাদের কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণের যেসব সমস্যা আছে সেগুলো দূর করতে হবে। কৃষক যাতে তার উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। সমবায় বিক্রয় সমিতি প্রতিষ্ঠা করে এ সমস্যা দূর করা সম্ভব।

৮। শিক্ষা বিস্তার : কৃষকদের সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের কাজে উৎসাহিত করতে হবে। তাদেরকে আত্ম-বিশ্বাসী করে তোলার চেষ্টায় সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে।

৯। কীটনাশক ওষুধের ব্যবস্থা : কীট-পতঙ্গের হাত হতে ফসল রক্ষা করতে হলে কৃষকদের পর্যাপ্ত পরিমাণ কীটনাশক ঔষধ সরবরাহ করতে হবে।

১০। সহকারী পেশার ব্যবস্থা : কৃষকরা বেশ কয়েক মাস কর্মহীন থাকে। এ সময়ের জন্য কৃষকদের কুটির শিল্প বা অন্য কোন খাতে সহকারী পেশার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তাদের আয় বৃদ্ধি পায়।

১১। কৃষি গবেষণা : বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নের জন্য কৃষি গবেষণার যে ব্যবস্থা রয়েছে তা আরও জোরদার করতে হবে।

উপরের ব্যবস্থাগুলো কার্যকর করতে পারলে বাংলাদেশের কৃষি সমস্যামুক্ত হবে। এর ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং জাতীয় উন্নয়নের পথ সুগম হবে।

সংক্ষিপ্তসার

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে :
(১) উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহার, (২) সমবায় কৃষি, (৩) সার ও উন্নত বীজের ব্যবস্থা, (৪) সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস, (৫) বন্যা নিয়ন্ত্রণ, (৬) কৃষি ঋণের ব্যবস্থা, (৭) বাজার ব্যবস্থার উন্নতি, (৮) শিক্ষা বিস্তার, (৯) কীটনাশক ওষুধের ব্যবস্থা, (১০) সহকারী পেশার ব্যবস্থা ও (১১) কৃষি গবেষণা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১১.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। কি ব্যবস্থা গ্রহণ করলে কৃষির ক্ষেত্রে যন্ত্রের ব্যবহার সহজ হবে?
- ক. কৃষকদের ঋণ দিলে
- খ. জলাবদ্ধতা দূর করলে
- গ. সমবায় কৃষি খামার প্রতিষ্ঠা করলে
- ঘ. সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করলে

২। আমাদের কৃষিক্ষেত্রে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা কিভাবে কমানো যায়?
- ক. বন্যা নিয়ন্ত্রণ করে
- খ. সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করে
- গ. শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে
- ঘ. পর্যাপ্ত কৃষি ঋণ দিয়ে

৩। কৃষকদের সহকারী পেশার প্রয়োজন কেন?
- ক. তারা বেশি পরিশ্রম করতে পারে বলে
- খ. তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি বলে
- গ. তারা বছরে বেশ কয়েক মাস কর্মহীন থাকে বলে
- ঘ. তাদের পুষ্টিহীনতা দূর করার জন্য

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে কৃষির উন্নয়নের উপায়গুলো আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

অনুশীলনী ১১.১ : ১। গ ; ২। খ ; ৩। ঘ
অনুশীলনী ১১.২ : ১। খ ; ২। ঘ ; ৩। খ
অনুশীলনী ১১.৩ : ১। ক ; ২। ক ; ৩। গ
অনুশীলনী ১১.৪ : ১। গ ; ২। খ ; ৩। গ